এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুন ২০১৩

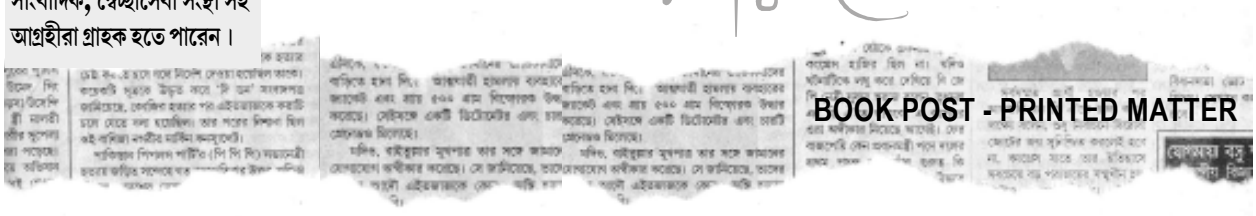

আটা ?

১৮/২৩৫

মার্কিন অভ্যন্তরীণ খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় জিএম গম ঢুকছে। ঢুকছে এক বৎসর যাবৎ। আর এখনো নাকি সেই মার্কিন গম বাজারে রয়েছে। এমন অভিযোগ মার্কিন বিজ্ঞানীদের। এই জিএম গম মনস্যান্টোর। মনস্যান্টো এই অভিযোগ মানছে না।

অথৈ জলে

১৮/২৩৬

বিশ্বজুড়ে মুক্ত জাহাজ চলাচলে সমুদ্রের জীবজগতের ক্ষতি। জাহাজের খোলে রাখা জল দিয়ে মারকুটে মাছ ও শ্যাওলা অন্য সমুদ্র বন্দরে যাচ্ছে। যেতে যেতে অন্য সমুদ্রের মাছ-উদ্ভিদ খতম করছে। এশিয়ার সিঙ্গাপুর- হংকং, আমেরিকার নিউইয়র্ক-লং বিচ বন্দর ও সুয়েজ খালে এই হানাদারির ঝুঁকি সর্বাধিক। এই মারমুখী মাছ ও উদ্ভিদের ভেতর আছে লায়নফিশ, জেব্রামাসল ও খুনি শ্যাওলা। দেখা যাচ্ছে ফিল্টার, রাসায়নিক ও বিকিরণ ব্যবহার করে এই আক্রমণ আংশিক কমানো যাবে।

আর মাছ ধরবি ?

১৮/২৩৭

সমুদ্রে জেলি ফিশ বাড়ছে। বাড়ছে বেশিরভাগ সমুদ্রে। এর প্রধান কারণ সমুদ্রে ব্যাপকহারে মাছধরা। সমুদ্রে অন্য মাছ থাকলে জেলি ফিশের সঙ্গে খাবার সংগ্রহে প্রতিযোগিতা থাকে। অন্য মাছ জেলি ফিশের লার্ভা ও ডিম খেয়ে ফেলে। ফলে জেলি ফিশ সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ থাকে।

সন্ত্রাস

১৮/২৩৮

বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৪০০ পিপিএম ছাড়াল। এর ফলে বিশ্বজুড়ে খরা - বন্যা ভয়াল হবে। সমুদ্রতল তীর বেগে বাড়ছে। এসব দেখা গেছে হাওয়াই-এর মাউনা লোয়া মানমন্দির থেকে। এই কাজ শুরু বিজ্ঞানী কিলিং-এর হাতে ১৯৫৮ সালে। তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের হার ছিল ৩১৭ পিপিএম।

সুফল

১৮/২৩৯

ফল-সবজি খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। দিনে তিন থেকে পাঁচবার ফল সবজি খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি শতকরা ১১ ভাগ কমে। আর দিনে ৫ বারের বেশি খেলে এই ঝুঁকি কমে ২৬ ভাগ। এই সবজির ভেতরে শিম - বাদাম ইত্যাদি থাকা ভালো। সমীক্ষাটি বেরিয়েছে দ্য ল্যানসেট পত্রিকায়।

হাঃ হাঃ ! ১৮/২৪০

পাথুরে জমিতে চাষ। চাষ রাজস্থানের করৌলি জেলায়। করৌলি জয়পুরের ২০০ কিমি পূর্বে। এই অঞ্চল শুকনো খটখটে ছিল। কাঁটা বাবলার ঝোপ ছিল। জমিতে জল ধরতে ঢাল বরাবর উঁচু করে সিমেন্টের বাঁধ দেওয়া হয়। বর্ষায় জমিতে জল আটকায়। জল আটকিয়ে মরশুমে ফসল হয়। এখানে এখন গমের ফলন বেশ ভালো। এই উদ্যোগের পেছনে আছে গ্রাম গৌরব নামের সংগঠন।

শিখর ! ! ১৮/২৪১

এভারেস্টের বরফ কমছে। এভারেস্টের শিখর ঘিরে থাকা সাগরমাতা পার্ক ও সংলগ্ন অঞ্চলে এমন দেখা যাচ্ছে। এই অঞ্চলে হিমবাহ গত পঞ্চাশ বছরে তেরো শতাংশ কমেছে। কমছে তুষারপাতও। তুষাররেখা ১৮০ মিটার থেকে ৫৯০ মিটারে উঠেছে। এর শুরু গত শতকের নয়ের দশকে।

শহরে চাষ ১৮/২৪২

পুনায় শহরে কৃষি। এই কৃষি হয়েছে পুনার ১০,০০০ বসতির এক আবাসনে। আবাসনের নাম ন্যানডেড সিটি। কাজ শুরু হয়েছে জুন ২০১৩ তে। জমির পরিমাণ ৭০০ একর। এই জমিতে সবজি, ফল, বনৌষধি, সুগন্ধী লতা সবই লাগানো হবে। এক শস্যের বদলে বহুশস্য, জলের পুর্নব্যবহার, বহুতল পদ্ধতি, শস্যাবর্তন, কম্পোস্ট, সুসংহত কীট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রেশমচাষ ইত্যাদি জমিতে করা হবে। শস্য-সবজি বাছাই হয়েছে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে।

হরিমটর ১৮/২৪৩

জীব বৈচিত্র বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপসমিতি বলছে, বিশ্বের উদ্ভিদ ও প্রাণ বৈচিত্র দ্রুত কমছে। বলছে, বিশ্বের বাইশ শতাংশ স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঝুঁকি আছে। ফলে বর্তমান জনসংখ্যার খাবারের চাহিদা মেটানো দুষ্কর হবে। এই অবহেলিত উদ্ভিদ ও প্রাণের সংরক্ষণ জরুরি। ভবিষ্যতে, রোগব্যাধি বা উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাঁচার জিন হয়তো এই বৈচিত্রের ভেতর পাওয়া যেতে পারে।

খটখটে ভবিষ্যৎ ১৮/২৪৪

আগামী দু-এক প্রজন্মের ভেতর বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ জল সংকটের শিকার হবে। এমন সাবধানবাণী বিজ্ঞানীদের। ভূজল তুলে ফেলার ফলে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ নদী -অববাহিকা সংকুচিত হয়ে পড়ছে ও বড় বড় বাঁধ নদীর স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করছে।

আকালের সন্ধানে ১৮/২৪৫

কৃষক আত্মহত্যার ভয়াল ছবি। যে যে রাজ্যে কৃষি-সংকট তীব্র, সেখানে এই সংখ্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় একশো শতাংশ বেশি। ২০১১ তে গোটা দেশে এক লক্ষ কৃষক পিছু আত্মহত্যার হার ছিল ১৬.৩ শতাংশ।

GO BACK GO BACK ১৮/২৪৬

বিশ্বজুড়ে মনসান্টো বিরোধী বিক্ষোভ। বিশ্বজুড়ে মনসান্টো বিরোধী মিছিল-পথসভা। ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ নানা দেশে। ঘটেছে বিশ্বের আড়াইশো শহরে। মারণ জিনশস্য, জিনশস্যজাত খাদ্য আর জিএমও বীজবণিক মনসান্টোর বিরুদ্ধে জনচেতনা বৃদ্ধিই এই অভিযানের কাজ।

মেনকা বলছেন ১৮/২৪৭

পশুদরদি মেনকা গান্ধী ছোটদের নিরামিষ খাবারের অভ্যাস গড়তে বলছেন। এজন্য তিনি পিতামাতা ও শিক্ষকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, শিশুকে সুস্থ সবল রাখতে নিরামিষ খাওয়াতে হবে। তিনি খেলোয়াড়, জৈন ও

মাড়োয়ারিদের উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন, স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে ও উৎসাহ বাড়াতে, খেলোয়াড়রা কোনো প্রতিযোগিতার সাতদিন আগে থেকে নিরামিষ খায়।

গরম খবর ১৮/২৪৮

শহরে তাপ বাড়ছে। অধুনার এক সমীক্ষার ফলে এই তথ্য। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে গুজরাটের। বলা হয়েছে, গুজরাটের শহর এলাকায় কংক্রিট ঘেরা অঞ্চলের তাপমাত্রা, সবুজ ঘেরা অঞ্চলের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শহরের এই কংক্রিট অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে আরবান হিট আয়ল্যান্ড। তাপ বাড়ছে গাড়ি বাড়ার জন্যও। সমীক্ষা বলছে, হাড়কাঁপানো ঠান্ডার গ্যাংটকও গাড়ি আর কংক্রিটের চাপে বেশ গরম হয়ে উঠছে।

মানব না ! ১৮/২৪৯

ভারতে জিনশস্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা জিইএসির অনুমোদন পেল। অনুমোদন পেল ধান, গম, ভুট্টা ও রেড়ির পরীক্ষা। পরীক্ষা করা যাবে এই খরিফ মরশুমেই। এর ফলে বেয়ার বায়োসায়েন্স লিমিটেড ভারতের চার অঞ্চলেই ধান নিয়ে অবাধ পরীক্ষার সুযোগ পেল। এই পরীক্ষা হবে নির্দিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমতির সাপেক্ষে। তবে বহু রাজ্য সরকার এখনও এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় গররাজি।

নারী ১৮/২৫০

পরিবেশ সংক্রমণে সর্বাগ্রে ক্ষতি মহিলাদের। কারণ নারীদের শরীর এই সংক্রমণে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। মহিলাদের অ্যালার্জি, গর্ভধারণ অক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ শক্তি হ্রাস ও স্নায়ু সমস্যার জন্য দায়ী এই সংক্রমণ। হু-এর মতে মহিলাদের উনিশ শতাংশ ক্যান্সারের জন্যও দায়ী এই সংক্রমশ। এই সংক্রমণ ঠেকাতে পারলে বছরে ষাট লক্ষ নারীকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাবে।

নিত্যতা সূত্র ? ১৮/২৫১

জিন ফসল থেকে দূষিত হচ্ছে নদীনালা, বৃষ্টি ও ভূজল। দূষণের কারণ এই ফসল চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক। যার ভেতর আছে মনসান্টোর গ্লাইফোসেট মেশা সামগ্রীও আছে । এই সামগ্রী জলের অণুজীবে ঢুকে পড়ছে।

নরক ১৮/২৫২

এভারেস্ট শৃঙ্গ আস্তাকুঁড়। কারণ, অহোরাত্র শৃঙ্গজয় অভিযান। ফলে ওখানে থরে থরে জমেছে অজস্র পতাকা, আইস অ্যাক্স, খাবারের প্যাকেট, বাসনকোসন, গ্যাস সিলিন্ডার, বাতিল পোশাক ইত্যাদি।

জলের বোতলে ? ১৮/২৫৩

দেশের বোতলবন্দি পানীয় জলের পরীক্ষায় ফতোয়া। ফতোয়া কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। মন্ত্রী দেশের শীর্ষ তদারকি সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশনকে এক চিঠিতে, বোতল- জলের নানা নমুনা সংগ্রহ করতে ও প্রতিটি কোম্পানির জল শোধন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সা গরল ১৮/২৫৪

হন্ডুরাস উপসাগরে দূষণ। দূষণ হন্ডুরাস, বেলিজ ও গুয়াতেমালায়। উপসাগরের সৈকতভূমি জুড়ে জমা হচ্ছে আধ খাওয়া সিগারেট, প্লাস্টিক ব্যাগ-বোতল, খালি খাবারের পাত্র ইত্যাদি অনেক কিছু। এই নিয়ে ওখানে সরব এনভায়রনমেন্টাল অ্যালায়েন্স ওয়াল্ড ওয়াইড ও সিটিজেন্স ফর সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে ‘পরিষেবা’ কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কোক-বন্ধ হোক ১৮/২৫৫

উত্তরাখন্ডে কোকাকোলা বানানোর কারখানা বিরোধী বিক্ষোভ। এই প্রতিবাদ উত্তরাখন্ডের ছাবরায়। ছাবরা, দেরাদুন থেকে ষাট কিলোমিটার। ছাবরায় ষাট একর নিয়ে এই কারখানা হবে। এই ষাট একর সিশাম ও খয়ের গাছের জঙ্গল আছে। এই জঙ্গল গ্রামবাসীরা বানিয়েছে। বানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে টাকা পেয়ে। জঙ্গল শুরু ১৯৮৩ তে।

ছাবরা গ্রাম পঞ্চায়েত এর বিরোধিতা করছে। বিরোধিতা করছে প্রতিবাদীদের মঞ্চও। প্রতিবাদীদের মঞ্চের নাম জল-জঙ্গল-জমিন বাঁচাও গ্রামীণ সমিতি। সঙ্গে আছে কয়েক এনজিও।

এদিকে কোকাকোলা উত্তরাখন্ড সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে। কোকাকোলার চুক্তিকারী ভারতীয় কোম্পানীর নাম হিন্দুস্তান কোকাকোলা বিভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড। তারা এখানে ৬০০ কোটি লগ্নি করবে।

সরকার বলছে, কারখানা হলে উত্তরাখন্ডে বহু শিল্প আসবে, ৩১০০০-এর বেশি কর্মসংস্থান হবে। প্রতিবাদ মঞ্চ এইসব বিশ্বাস করছে না। প্রতিবাদ মঞ্চ জঙ্গল বাঁচাতে চাইছে। প্রতিবাদ মঞ্চ কোনোভাবে কারখানা চাইছে না। তারা বলছে এর ফলে জঙ্গল যাবে, ভূজল যাবে, পরিবেশ যাবে, জলবিদ্যুৎ যাবে।

পণ ১৮/২৫৬

তামিলনাড়ু মাদুরাই-এ জৈব তুলোচাষ। এই কাজে ওখানে এখন ৪০০০ কৃষক। জায়গাটা পশ্চিমঘাটের মহালিঙ্গম পাহাড়ে। এই ৪০০০ কৃষক বলছে তারা কিছুতেই অন্য তুলো বুনবে না। এই উদ্যোগের পেছনে আছে কোভিনান্ট সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট নামের এনজিও।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

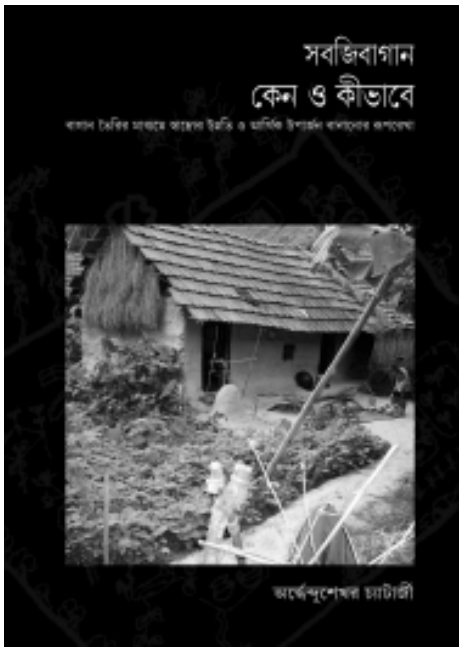

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, দূরভাষ | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস

সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু